টরন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল ২০০৯

’বৃত্তের বাইরে’ এবং..

জসিম মলিক

১.

শুরুর কথা..!

এই যে এখনই সবার সামনে দিয়ে যে অপরূপ সুন্দর নারীটি হেঁটে চলে গেলেন সে কে জানেন! তার নাম জেনিফার কনোলে (Jennifer Connelly). আমার বুকের মধ্যে কেমন ধ্বক করে উঠে! জেনিফারের ’আ বিউটিফুল মাউন্ড’ ছবিটি দেখে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০০১ সালে এই ছবিতে অভিনয় করে জেনিফার বেষ্ট সাপোর্টিং রোলে অস্কার জিতেছিলেন। সুন্দর নারী দেখলে এমনিতেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। যেমন পেনেলোপে ক্রুজ বা এঞ্জেলিনা জুলির মতো সুন্দরী তারকাদের সামনে থেকে দেখলে কেমন গা শির শির করে উঠে না! এবার প্রথম দিন জেনিফার কনোলে অভিনীত বৃটিশ পরিচালক জন এ্যামিয়েলের ’ক্রিয়েশন’ এবং পেনোলোপে ক্রুজ অভিনীত স্পানীশ পরিচালক আল মোদোভারের ’ব্রোকেন এ্যামব্রোসেস’ ছবি দুটির গালা প্রদর্শিনী হয়।

ছোট্ট বেলা থেকেই আমি সিনেমা পাগল। এখনও। সিনেমার জন্য কিছুই ঠিকমত করতে পারি না। স্কুল বয়সে পালিয়ে সিনেমা দেখতে যেতাম। আমার ছোট বেলার সিনেমা দেখার একটা গল্প বলি- তখন আমার বয়স তেরো/ চৌদ্দ হবে। বরিশালে বিউটি সিনেমা হলে তখন মর্নিং শোতে সাধারণতঃ ইংরেজী ছবি চলতো। এক শুক্রবার গেলাম ছবি দেখতে। ছবিটার নাম ছিল ’হানিমুন অফ দ্য টেরর’। পোষ্টারে লেখা ছিল ‘শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য’। ব্যস! তেরো চৌদ্দ বছর বয়সটাই হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আগ্রহের বয়স! লুকিয়ে লুকিয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম হলে। ডিসি ক্লাসে। তখনও ছবি শুরু হয়নি। আমার নির্ধারিত সীটে বসতে যাচ্ছি দেখি আমার আমার বড় ভাইও এসেছেন ছবি দেখতে। বড় ভাইকে আমরা যমের মতো ডড়াতাম, কারণ তিনি খুবই কড়া প্রকৃতির মানুষ। আমি দ্রুত বের হয়ে এসে হলের নিচ তলায় রিয়ার স্টলের টিকেট কেটে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি আমার মেঝ ভাইও ঢুকছেন। কি আর করা, অগত্যা সেদিন সিনেমা না দেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

তখন থেকেই হলিউড সিনেমার প্রতি আগ্রহ। সে কারণে হলিউড তারকাদের প্রতিও আমার প্রবল ঝোঁক। একবারতো অস্কার নমিনেশনের মতো মেগা আসরেও যোগ দিয়েছিলাম। হলিউডের কোডাক থিয়েটারে অস্কারের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেখানে হলিউডের খ্যাতিমান সব তারকারাই এসেছিলেন। একবার টাইটানিক খ্যাত কেট উইন্সলেটের 'লাইফ অব ডেভিড গেল' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ারে গিয়েছিলাম ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। কেটের সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় এত ভালো লেগেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল হাতটা ধরেই রাখি। সে অনুষ্ঠানে নিকোলাজ কেজও এসেছিলেন। সেবার 'সাংহাই নাইটস' ছবির প্রিমিয়ারে এসেছিলেন জ্যাকি চ্যান। তার সাথেও হ্যান্ড শেক হয়েছিল।

২.

ছবির মেলা তারকার মেলা..!

১৯ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়ে গেলো ৩৪তম টরন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল। শুরু হয়েছিল ১০ সেপ্টেম্বর। এই দশ দিনে টরন্টোর দর্শকরা পৃথিবী খ্যাত প্রায় ৩০০ চলচ্চিল দেখার সুযোগ পেয়েছে। টরন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল এখন একটি অন্যতম বৃহৎ ফেষ্টিভ্যাল হিসাবে স্বীকৃত। কান বা ভেনিসের সমতুল্য। টরন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল নিয়ে ইতিমধ্যে সৈয়দ ইকবাল এবং শেখর-ই-গোমেজের বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে বেশী কিছু বলার নেই। তাছাড়া আমি চলচ্চিত্রের কোনো বোদ্ধাও নই। শুধু মজা পাবার জন্য সিনেমা দেখি। এবারও বেশ কিছু সিনেমা দেখা হলো। সবগুলো সিনেমাই দেখা হয় প্রায়োরিটি টিকিটে। অভিজাত সব থিয়েটার কমপেক্সে। প্রায়োরিটি টিকেটে সিনেমা দেখার সুবিধা হচ্ছে ছবির পরিচালক এবং তারকারা একই জায়গায় বসে ছবিটি দেখেন।

আমার দেখা কয়েকটি ছবির নাম পাঠকদের দেয়া যাক , 'দ্য ইয়ং ভিক্টোরিয়া' (এমিলি বান্ট), 'আপ ইন দ্য এয়ার', 'আ সিরিয়াস ম্যান', 'দ্য ম্যান হু স্টেয়ার এ্যাট গোটস', 'দ্য রোড', 'দ্য ইমাজিনারিয়াম অব ডক্টর পারনাসাস' (জনি ডেপ, জুড ল, কলিন ফ্যারেল এবং মরহুম হিথ লেজার অভিনীত), এলেন চেজের 'হুইপ ইট', কলিন ফিরথ এবং বেন বারনস এর 'ডোরিয়ান', ম্যাট ডেমনের 'দ্যা ইনফরম্যান্ট', মিশেল সেরার 'ইয়োথ ইন রিভোল্ট' জেনিফার কনোলের 'ক্রিয়েশন' প্রভৃতি।

এবার হলিউড তারকাদের মধ্যে উলেখযোগ্য যারা এসেছিলেন তারা হলেন ম্যাট ডেমন, মেগান ফক্স, জর্জ ক্লুনি, পেনোলেপে ক্রুজ, ভিগো মরটেনসেন, ড্রিও বেরিমোর, জুলিয়ানি মুর, মিশেল কেইনে, ক্লাইভ ওয়েন, এ্যালেন পে, পল বিটানি, জেনিফার কনোলে , অপারাহ উইনফ্রে প্রমূখ।

২০০৭ সালের ফেষ্টিভ্যালে ব্রাট পিট (এসাসিনেশন অব জেসি জেমস খ্যাত), এঞ্জেলিনা জুলি, ম্যাটডেমন, নাওমি ওয়াচ (ইস্টার্ন প্রমিসেস খ্যাত), বেন এ্যাফ্লেক্স ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো তারকাদের দেখেছিলাম সামনা সামনি। আমার সাথে ছিল আমার মেয়ে অরিত্রি। বিভিন্ন ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার, গালা প্রদর্শনী, তারকাদের লিমুজিন থেকে নেমে লাল গালিচা দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর ক্লিক ক্লিক ছবি তোলা দর্শকদের জন্য এক মজাদার অভিজ্ঞতাই বটে।

৩.

বৃত্তের বাইরে..!

সবকিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় আনন্দদায়ক ঘটনাটি ছিল এবারও বাংলাদেশী ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া। দ্বিতীয়বারের মতো টরন্টো ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দেখানো হলো। ২০০৭ সালে প্রথম দেখানো হয়েছিল স্বপ্ন ডানায়। পরিচালক ছিলেন তরুন চলচ্চিত্রকার গোলাম রব্বানী বিপব। এবারও সেই একই পরিচালকের ছবি 'বৃত্তের বাইরে'। পর পর দু'বার বাংলাদেশের ছবি টরন্টো ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যালে স্থান করে নিয়ে একটি অনন্য গৌরবের অধিকারী হলেন বিপব। একটি অসাধারন ছবি দেখার অভিজ্ঞতা হলো। হলভর্তি দর্শকে ঠাসা ছবিটি আমরা দেখেছিলাম পরিচালকের সাথে। ফ্যাষ্টিভ্যালে এসেছিলেন এই ছবির অন্যতম অভিনেতা শহিদুল আলম সাচ্চু। ছবি শেষে পরিচালক দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

পরে এক একান্ত আলাপ চারিতায় বিপব জানান, তিনি তার আদর্শের সাথে আপোষ করবেন না। গতানুগতিক ধারার ছবি তিনি নির্মাণ করবেন না। তিনি তার এ পর্যন্ত অর্জনে সন্তষ্ট বলে জানালেন। বানিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পূঁজির অভাব হয় না কিন্তু এই ধরনের অফট্রাকের চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেক সময়ই ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। তারপরও আমি পিছিয়ে যাবো না বলে তিনি মন্তব্য করেন। অচিরেই তিনি তার তৃতীয় ছবি নির্মাণে হাত দেবেন।

ছবিতে সবাই ভাল অভিনয় করেছেন। ডলার এক কথায় অসাধারন, সাচ্চু, জয়ন্ত, ফজলুর রহমান বাবু, কংকন, রওনক হাসান প্রত্যেকে ভাল অভিনয় করেছেন। রওনক এ ছবিতে তার ক্ল্যাসিক অবয়ব আর মদির হাসি ছড়িয়ে দর্শকদের বিহ্বল করেছেন। কংকনকে চমৎকার মানিয়ে গেছে ছবির চরিত্রের সাথে। তিনি তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। ফজলুর রহমান বাবু খুবই সাবলীল অভিনয় করেন সমসময়। ছবিটিতে চিরায়ত বাংলাদেশের নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রকাশ ঘটেছে; যা দৃষ্টি সুখ এবং নষ্টালজিক করে একই সাথে।

৪.

এবং ফিফ্‌টি সেন্ট সমাচার..!

আহ্ কী সুন্দর! রাতের টরন্টোকে কী এভাবে দেখেছি! মনে পড়ে নাতো! রাতের ঢাকা, রাতের নিউইয়র্ক, রাতের প্যারিস, রাতের লন্ডন, রাতের দুবাই, রাতের লসএঞ্জেলেস বা রাতের টোকিও দেখেছি কিন্তু রাতের টরন্টো যে সত্যি অসাধারন! ম্যানুলাইফ বিল্ডিংয়ের টপ অব দ্য ফ্লোরে আমরা কয়েকজন রাতের টরন্টো দেখছি মুগ্ধ হয়ে। ডাউনটাউন টরন্টো। দুনিয়ার তাবৎ দামী সব পানীয়র ব্যবস্থা আছে আজকের পার্টিতে। কারণ পার্টি দিয়েছেন লিবিয়ার ধনকুবের মোয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে। টরন্টো ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল সংশিষ্টরাই এখানে আমন্ত্রিত।

আমরা রাত ১১টার মধ্যে পৌঁছে যাই। আমি, শহিদুল আলম সাচ্চু, আহমেদ হোসেন আর বাবু, রাত যতই বাড়তে থাকে ততই লোকজন বাড়তে থাকে। মনে হচ্ছিল শহরের তাবৎ সুন্দরীরাই আজকের পার্টিতে চলে এসেছে। আজকের পার্টির প্রধান আকর্ষণ র‌্যাপ সম্রাট ফিফটি সেন্টের কনসার্ট। এত সুন্দরী নারীদের হাট বসেছে যেখানে সেখানে কনসার্ট কী শোনা হবে! যেমন রওনক আর কংকনের জন্য 'বৃত্তের বাইরে' ছবিটির কাহিনীর গভীরে যেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। ছবি দেখবো না ওদের সৌন্দর্য্য দেখব! আহমেদ হোসেন রওনকের নাম দিয়েছেন 'আগুনমুখা'। এই হচ্ছে সমস্যা। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যাক। 'কাল হো না হো' ছবিটি যখন মুক্তি পায় তখন ৬০ বছর বয়সী একজন ভারতীয় মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি ৩৬ বার ছবিটি কেনো দেখলেন! কী আছে এই ছবিতে! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দেখুন ছবিতে আমি শুধু শাহরুখ খানকে মুগ্ধ হয়ে দেখি, তাই আসল ছবি দেখাতে ভুলে যাই। বার বার একই ঘটনা ঘটে।

রাত ১টায় ফিফ্‌টি সেন্টের কনসার্ট শুরু হলো। ব্যস। শুরু হয়ে গেলো উত্তাল নৃত্ত! ইতিমধ্যে সবকিছুর মূলে যে, সেই মুনাওয়ার হোসেন পিয়াল এসে গেছে। আমরা বিমুগ্ধ হয়ে ফিফটি সেন্টের র‌্যাপ শুনছি। এদিকে রাত বাড়ে আর অতিথিদের নিশ্বাসও ঘন হতে থাকে! সে রাত ছিল এক অভিজ্ঞতার রাত!

jasim.mallik@gmail.com

Toronto